বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর সূচক নং-১.৩ অনুসারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কেরানীগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার রেকর্ড নোটস

প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্মপরিচালক (আরইএম), বিআরডিবি, ঢাকা
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ জহিরুল হক মৃধা
উপপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা জেলা
সভার স্থান : কেরানীগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসের হল রুম
তারিখ ও সময় : ৩১ মার্চ ২০২৪, বেলা ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট "ক" সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর তিনি বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জানান যে, সরকারি কাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা সহজীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা নিশ্চিত করাই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করার মূল লক্ষ্য। সভায় অংশগ্রহণকারীদেরকে শুদ্ধাচার সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয় এবং বিআরডিবি সদর কার্যালয় কর্তৃক গৃহিত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রেজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে উপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কিছু হাতিয়ার বা টুলস রয়েছে; সেগুলো হলো সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ই-গভর্ন্যান্স, ইনোভেশন, গণশুনানী, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য অধিকার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন। সভায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ার বা টুলস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যার বর্ণনা নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	মতামত/সুপারিশ
সিটিজেন চার্টার	সভায় বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নকারী ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব ড. মোঃ জিয়াউর রশিদ, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জানান যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি। সেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ ও নির্দেশনা দেয়া থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট সেবাবক্সে আপলোড করা আছে। এছাড়া দৃশ্যমান জায়গায় সাইনবোর্ড আকারে সেবা প্রদানের তালিকা প্রদর্শন করা আছে। নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে উক্ত সেবা প্রদান তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য নিতে পারেন। এ সময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে জানতে চাওয়া হয় যে সরকারিভাবে সিটিজেনস চার্টারের মাধ্যমে কী কী ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে?। আলোচক জানান যে, সরকারিভাবে সিটিজেনস চার্টারের মাধ্যমে ০৩ (তিন) ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে যথা- নাগরিক সেবা; প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; অভ্যন্তরীণ সেবা। সরকারি সকল	নাগরিকদের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলাসহ সকল উপজেলায় সিটিজেনস চার্টার দৃশ্যমান জায়গায় প্রদর্শন করার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	মতামত/সুপারিশ
	সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে এসকল সেবা সম্বলিত তালিকা প্রদর্শন করা আছে। সেখান থেকে নাগরিকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা নিতে পারে। নাগরিকদের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলাসহ সকল উপজেলায় সিটিজেনস চার্টার দৃশ্যমান জায়গায় প্রদর্শন করার জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-কে অনুরোধ করা হয়।	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	সভায় বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটির দপ্তর এডমিন ও উপ-প্রকল্প পরিচালক (শৃঙ্খলা) জনাব মোঃ রাহাত খান জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি দপ্তরসমূহের জবাদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের সচিবালয় নির্দেশিকা ২০১৪ অনুসারে নাগরিকগণের মতামত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে অভিযোগসমুহের প্রতিকার প্রদান এবং সংরক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণের অনুশাসন দেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুশাসন অনুসারে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় এবং সকল সরকারি বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদানে কোন অনিয়ম হলে অনলাইন ও অফলাইনে অভিযোগ দাখিল করা সুযোগ রয়েছে। নাগরিকগণ এই ব্যবস্থায় তাদের কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে। আলোচক সভায় সুপারিশ করেন যে, বিআরডিবি হতে কোন নাগরিক কোন সেবা গ্রহণে ভোগান্তির স্বীকার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসারে নির্ধারিত ছকে অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করে আবেদন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অভিযোগের দাখিলের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।	বিআরডিবি হতে কোন নাগরিক কোন সেবা গ্রহণে ভোগান্তির স্বীকার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসারে নির্ধারিত ছকে অভিযোগ বিষয় উল্লেখ করে আবেদন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অভিযোগের দাখিলের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।
তথ্য অধিকার	বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সভায় জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের অধিকার ও প্রাপ্য সেবা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিত করে। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, এই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সভায় বিআরডিবি'র তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে নাগরিকগণ নিম্নরূপভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন- ➢ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৮ (৩) অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ক ফরম বা ফরম্যাটে আবেদন করবেন। ➢ ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উল্লিখিত তথ্যাবলি সাদা কাগজে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে। ➢ তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।	বিআরডিবি, কেরানীগঞ্জ উপজেলা হতে কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারেন। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা নাগরিকের চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারত ফরম সরবরাহ করবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	মতামত/সুপারিশ
	সভায় আলোচনা করা হয় যে, নাগরিকের আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নরূপভাবে তথ্য প্রদান করবেন- ➢ তথ্য অধিকার আইন ৯(১) অনুসারে তথ্যের জন্য কোনো নাগরিকের কাছ থেকে অনুরোধ পাবার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেই তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে। ➢ তথ্য অধিকার আইন ৯ (২) অনুসারে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এই সময় ৩০ কার্যদিবস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। ➢ তথ্য অধিকার আইন ৯(৩) অনুসারে যদি কোনো কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করতে না পারে তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে জানাতে হবে। ➢ তথ্য অধিকার আইন ৯(৪) অনুসারে যদি কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার বা কারাগার থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ➢ তথ্য দেয়ার এই সময়সীমার মধ্যে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে অপারগ হন তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান করা হয়েছে। আলোচক সভায় সুপারিশ করেন যে, বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলা হতে কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারেন। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা নাগরিকের চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারত ফরম সরবরাহ করবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।	
ইনোভেশন ও ই-গভর্ন্যান্স	সভায় বিআরডিবি সদর কার্যালয়ের ইনোভেশন ও ই-গভর্ন্যান্স এর ফোকালপয়েন্ট ও উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং) নাজনীন খানম জানান যে, ইনোভেশন ও ই-গভর্ন্যান্স শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার। সেবা প্রদানের নতুন কৌশল তৈরি করা হলো ইনোভেশন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা সহজীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা নিশ্চিত করাই ই-গভর্নন্সে এর মূল লক্ষ্য। নাগরিকগণ তাদের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের এই হাতিয়ারগুলোর সহায়তা নিয়ে কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে নাগরিকের সেবা প্রদান সহজীকরণে ইনোভেশন ও ই-গভর্নন্সে এর সুফল সম্পর্কে জনগণদের সচেতনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	নাগরিকগণ তাদের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ারগুলোর সহায়তা নিয়ে কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে নাগরিকের সেবা প্রদান সহজীকরণে ইনোভেশন ও ই-গভর্ন্যান্স এর সুফল সম্পর্কে জনগণদের সচেতনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	মতামত/সুপারিশ
মুক্ত আলোচনা	সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবী অংশীজন ও বিআরডিবি'র সুফলভোগী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সরকারি সেবা জনগণের নিকট সহজভাবে পৌছে দেয়ার জন্য শুদ্ধাচার কৌশল কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত চাওয়া হলো। সহকারী স্কুল শিক্ষক জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম বলেন, শুদ্ধাচারভাবে সরকারি সেবা বাস্তবায়ন করা হলে সকল জনগণ তার সুবিধা ভোগ করতে পারবে তবে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে আরও জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। জনাব মোঃ মামুন, পেশাই একজন আইনজীবী। তিনি বলেন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে আরও বড় পরিসরে সভা আয়োজন করা যেতে পারে। যাতে করে অধিক সংখ্যক জনগণ এ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। জনাব মোঃ ইউসুফ রানা, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সভায় জানান যে, সাধারণ জনগণকে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে বেশি বেশি সচেতন করতে হবে। জনাব মোঃ রুবেল হোসেন, শিক্ষক, তিনি বলেন শুদ্ধাচার কৌশলের বার্তা স্ব-স্ব কর্মস্থলে বাস্তায়ন করতে হবে এবং জনসচেনতা তৈরি করতে অধিক সভা আয়োজন করা যেতে পারে। বিআরডিবি'র সুফলভোগী সদস্য জনাব বাবুল হোসেন বলেন বিআরডিবি'র মাধ্যমে শুদ্ধাচার কৌশলের সুফল সম্পর্কে জানতে পেরে খুশি হয়েছি। এ বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুপারিশ করছি।	শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে সভা আয়োজন করা যেতে পারে। শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। অংশীজনদের নিয়ে অধিক সংখ্যক সভা আয়োজন করা যেতে পারে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য	সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলার ইউসিসিএ লি. এর সভাপতি জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। তিনি বলেন জনগণের সেবা প্রদান করাই হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল লক্ষ্য। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা আরও দৃঢ় হবে। বিআরডিবি'র মাধ্যমে আজকে শুদ্ধাচার বিষয়ক যে অংশীজনের সভা করা হচ্ছে তা অত্যন্ত জনসচেতনতামূলক। আশা করছি বিআরডিবি এই ধারা বজায় রাখবে। শুদ্ধচার শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নয় সকলকে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	সভাটি জনসচেতনতামূলক। আশা করিছি বিআরডিবি এই ধারা অব্যাহত রাখবে। শুদ্ধচার শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নয় সকলকে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্য	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি, সদর কার্যালয়ের যুগ্মপরিচালক (আরইএম) জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, শুদ্ধাচার কৌশল হলো সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি সময় রেখার মধ্যে নিয়ে আসা। জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কিছু হাতিয়ার বা টুলস গুলো হলো সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, ই-গভর্ন্যান্স, ইনোভেশন, গণশুনানী, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য অধিকার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন। যা প্রতিটি নাগরিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আজকের সভার মাধ্যমে বিআরডিবি'র শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা হলো। বিআরডিবি তার আওতাধীন সকল কার্যালয়কে শুদ্ধাচার কৌশলের আওতাভুক্ত করেছে। বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমি আশা করছি শুদ্ধাচার সম্পর্কে আজকের এই সভার মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। সর্বোপরি বিআরডিবিসহ সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আপনারা সহযোগিতা করবেন। তিনি ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আঞ্চলিক বা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অংশীজনের সভা আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।	বিআরডিবিসহ সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের সহযোগিতা প্রয়োজন। আঞ্চলিক বা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বড় পরিসরে অংশীজনের সভা আয়োজন করা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	মতামত/সুপারিশ
সভাপতির বক্তব্য	অদ্যকার অংশীজনের সভায় সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবি, ঢাকা জেলার উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ জহিরুল হক মৃধা। তিনি বলেন সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করাই আজকের এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বিআরডিবি সদর কার্যালয় ইউনিটকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তার কর্মএলাকায় শুদ্ধাচার বিষয়ক এমন একটি সভা আয়োজনের প্রয়োজন ছিল। আমার কর্মএলাকার সুফলভোগীরা এবং সুশীল সমাজ অবগত হয়েছে যে, বিআরডিবি সঠিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে শুদ্ধাচার কৌশলের সুফলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের আহবান করেন এবং সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া তিনি ভষ্যিতে শুদ্ধাচার বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ বরাদ্দ আসলে বিআরডিবি কেরানীগঞ্জ উপজেলার অনুকুলে তা বরাদ্দ রাখার জন্য সদর কার্যালয় ইউনিটকে অনুরোধ করে বক্তব্য শেষ করেন।	

সভায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকার জন্য আলোচনা করা হয়। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় উত্থাপিত না হওয়ায় সকলকে আন্তরিকতার সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তা
মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জঃ ও সঃ)
বিআরডিবি, ঢাকা।

সভাপতি
মোহাম্মদ জহিরুল হক মৃধা
উপপরিচালক
বিআরডিবি, ঢাকা জেলা।